মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: ১৫ (পনেরো)টি
প্রতিবেদনাধীন বছর: ২০২১-২০২২ প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ: ১৭ জুলাই ২০২২

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	১৯৫	১৪৯	৪৬	১৪	
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭৭২৩	৪৭৫৫	২৯৬৮	৪৯৪	
মোট =	৭৯১৮	৪৯০৪	৩০১৪	৫০৮	

১. ২ শূন্য পদের বিন্যাস:

যুগ্মসচিব/তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৭৫১	২৪৭	১৩৯৮	৬১৮	৩০১৪

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) পদ শূন্য থাকলে তার তালিকা: নেই।

১.৪ শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোনো সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য:

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
শূন্য	শূন্য

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই ।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান:

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৯	২৮৪	৩৮৪	২৩	৫৪	৭৭	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে):

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	৯২ দিন	-	২২ দিন	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	০	-		-

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে):

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৭৯ দিন	৪১ দিন		৩৮ দিন	

১.৯ উপর্যুক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা: ০২টি।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

(টাকার অংক হাজার টাকায়)

ক্রঃ	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি (বৃদ্ধিসহ)		ব্রডশীট	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (হাজার টাকায়)	জবাবের সংখ্যা	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (হাজার টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (হাজার টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	২	৬,৬৫	১৪	১	৩২,৩৮	১৬	৬০,৯৪,৫৮
২	তথ্য কমিশন	২	২,৯৭	৭	০	০	২০	৯৫,৯৫
৩.	তথ্য অধিদপ্তর	১১	১৮,৮৪	০	৪	৫,৩৬	১৯	৭০,৩৬
৪.	বাংলাদেশ টেলিভিশন	২৩	২১,০০,৩৮	৩০	২৫	১,৬৯,২১	১০৪	১০০,৫০,৫২
৫.	বাংলাদেশ বেতার	৫৫	১০,২৯,৯২	১০৩	৫৭	২৭,০৯,৩৪	১২৫	১৪৬,২৫,১৭
৬.	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	১১	৯,১৫,১২	১৯	০৩	৪০,৭৪	৩৫	৬০,৯৬,০৯
৭.	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	৪৩	৮,১৬,৬৭	২১	০৮	৩,০৭,৩৮	৬০	১০,৬২,৬৭
৮.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন	৫৭	৫০,৬৯,৭৫	১৯	১	৫৩	৭৩	১৭৪,৫৬,৪০
৯.	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	৪৪	৯,৯২,৭১	১২	৮	১,১৯,৪৬	৪৩	১০,০১,৮০
১০.	প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ	১৩	৪২,৪৮	১৬	৯	১২,৭৩	১২	৪৫,৩০
১১.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	-	-	-	-	-	-	-
১২.	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট	৫	২৫,১৬	৬	১	১,৪৯	১৩	৮৩,২৪
১৩.	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ	০	০	১৪	১২	১,১০,২২	২	২০,১৭
১৪.	বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল	০	০	০	০	০	০	০
১৫.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট	০	০	০	০	০	০	০
১৬.	বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট	০	০	৩	৩	২২,০০	১	৪৯
	সর্বমোট =	২৬৬	১১০,২০,৮৫	২৮৪	১৩৪	৩৫,৯০,৯৬	৫৩৮	৫৬৯,৩৪,৯২

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোনো জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেসসমূহের তালিকা: প্রযোজ্য নয়

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা):

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০১৯-২০) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৪	-	১	৬	২	২৭

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) :

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
৬	০৭	—	১১৭	১৪

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত):

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৩৭১	৬৩৪১

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে কোনো ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা: তথ্য মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় সর্বমোট ৪২৮৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোনো সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: প্রযোজ্য নয়।

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্ দা জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন্ দা জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোনো অসুবিধা আছে কি না: ট্রেনিং আয়োজন করতে কোনো অসুবিধা নেই।

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: ০১ জন

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত):

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১৯৬	৬১৭৫

(৭) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
১১২৫টি	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ১৫টি দপ্তর/অধিদপ্তর/ সংস্থার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সুবিধা আছে	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ১৫টি কম্পিউটারে LAN সুবিধা আছে	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ৫টি দপ্তর/অধিদপ্তর/ সংস্থায় কম্পিউটারে WAN সুবিধা আছে	৭২৬ জন	৭০২ জন

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (অর্থ বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয় ।

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট :

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা:
প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালা:

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

(ক) চলচ্চিত্র সংক্রান্ত তথ্য:

- শিক্ষা, বিনোদন এবং নান্দনিক উৎকর্ষে সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র মাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত অভিনেতা, অভিনেত্রী, শিল্পী ও কলাকুশলীদের সৃজনশীলতা ও অভিনয় শৈলীকে স্বীকৃতি প্রদান ও উৎসাহিত করার জন্য প্রতিবছরের ন্যায় ২০২০ সালের চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য ২৭ ক্যাটাগরিতে মোট ৩২ জনকে নির্বাচিত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের মাঝে গণভবন প্রান্ত থেকে ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০ প্রদান করেন।

(খ) অন্যান্য:

- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়াশিংটন ডি.সি ও কলকাতা প্রেস উইংয়ে ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।
- ওয়াশিংটন, লন্ডন, নয়াদিল্লী প্রেস উইংয়ে ০৩(তিন) জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।
- প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- **The Press Council Act, 1974** যুগোপযোগী করে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- তথ্য কমিশনের পদসৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তথ্য অধিকার বিষয়ে ৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
- বিসিএস (তথ্য সাধারণ) ক্যাডারের ০১ জন কর্মকর্তাকে ৪র্থ গ্রেডে ০৭ জন কর্মকর্তাকে ৫ম গ্রেডে এবং ১৯ জন কর্মকর্তাকে ৬ষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- বিসিএস (তথ্য সাধারণ) ক্যাডারের ০৪ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা জারি করা হয়েছে এবং ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

(গ) সম্প্রচার সংক্রান্ত তথ্য:

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ও সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- সানশাইন টেলিভিশিন লি: (চ্যানেল এস) নামক ০১টি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং ১৪টি আইপি টিভির অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জন সচেতনতামূলক ও দৈনন্দিন তথ্যসহ বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা চালানো হচ্ছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর '১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং করার উদ্দেশ্যে বিটিভিতে এবং বেসরকারি টিভি চ্যানেল গুলিতেও ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগে নেয়া হয়েছে;
- বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিঃ (বিএসসিএল) কর্তৃক 'টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট' (টিআরপি) সেবা প্রদানের বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় হতে নীতিগত সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ওটিটি (ওভার দ্যা টপ) প্লাটফর্ম ব্যবহার করে বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন কন্টেন্ট প্রদর্শনের বিষয়ে ওটিটি (ওভার দ্যা টপ) নীতিমালা চূড়ান্তপূর্বক আদালতে দাখিল করা হয়েছে;
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসসহ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠান সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে; এবং
- বিটিভিও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে জঙ্গিবাদ, মানব পাচার,ভেজাল বিরোধী, মাদক পাচার, ধুমপান নিরোধ/সতর্কীকরণ, ডেঙ্গু প্রতিরোধও অন্যান্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার নানা দিক সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করা হচ্ছে;
- কোভিড ১৯ প্রতিরোধকল্পে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্পট/ফিলারসহ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক অনুষ্ঠান-সুষম খাবার প্রতিদিন, স্বাস্থ্য তথ্য/স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগ যেমনঃ বিনিয়োগ বিকাশ, সামাজিক নিরাপত্তা, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রায়ন প্রকল্প, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, সবার জন্য বিদ্যুৎ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি Annual Performance Agreement (APA) অনুযায়ী অনুষ্ঠান প্রচার ও কার্যাবলী সম্পাদন করা হচ্ছে;
- দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে জনকল্যাণকর এবং তথ্যমূলক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করা হচ্ছে;
- তথ্য অধিকার ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্পট/ফিলার নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- সৎ উপার্জন ও ছেলে মেয়েদের নৈতিকতা শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন টিভিসি/ফিলার প্রচার করা হচ্ছে;
- বৃহত্তর চট্টগ্রামের ৩ পার্বত্য জেলাসহ অন্যান্য জেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রচার করা হচ্ছে এবং চট্টগ্রামের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে;
- SDG এর ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্তে জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও স্পট/ফিলার প্রচার করা হচ্ছে;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী ও শিশু অধিকার, মানব পাচার রোধ জনসচেতনতা, অটিজম, জলবায়ু পরিবর্তন, মাদক নিয়ন্ত্রণ, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ, দারিদ্র বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ উন্নয়ন, কৃষি ও অর্থনীতি বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/ প্রামাণ্যচিত্র/সংবাদ নির্মাণ ও প্রচার করা হচ্ছে;
- যুব উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি খেলাধুলা ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে;
- খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ, আত্মহত্যা মহাপাপ এবং জঙ্গীবাদ বিরোধী প্রচারণা স্পট/ফিলার ও অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- সরকারের বিভিন্ন উন্নয়মূলক অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- ধর্মীয় অনুষ্ঠান-ইসলাম ও জীবন, খুৎবা অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- বিনোদনমূলক বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান, যন্ত্র সঙ্গীত, সিনেমার গান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, মাইজ ভান্ডারী গানের অনুষ্ঠান, লালন, কাওয়ালী ও সিনেমার গান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- সঙ্গীতানুষ্ঠান-মিউজিক স্টেশন, ফোক টিউন, গ্র্যান্ড স্টুডিও, সোনার তরী, বাঙালির গান, মেঠো সুর অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রচার করা হচ্ছে।
- শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- রোহিঙ্গা শরনার্থীদের ঈদ পালন নিয়ে অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রচার;
- পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী এবং ৩য় লিঙ্গদের নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে;

- শিশু কিশোরদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-মনের কথা, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-ছোটদের আনন্দ, শিশুতোষ নৃত্যানুষ্ঠান, শিশুতোষ নাটক-শিশু কানন নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- মহিলা বিষয়ক রান্না, মহিলাদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান-পারাবাত পাখনায়, রূপচর্চা ও রান্না বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- বিশেষ দিবস ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহের অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- বিশেষ অনুষ্ঠান-সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান, সরাসরি বাজেট অধিবেশন, বিশেষ অনুষ্ঠান-প্রভাতী শুভেচ্ছা, আলোকিত মানুষ ধারণ ও প্রচার করা হচ্ছে।
- বার্তা শাখায় ইন্টারনেট সংযোগ এবং ই-মেইল ব্যবহার শুরু হয়েছে। এর ফলে সংবাদদাতাদের পাঠানো সংবাদ ও ভিডিও ফুটেজ দ্রুত সময়ে পাওয়া যাচ্ছে ও চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে ঢাকা কেন্দ্রের বার্তা শাখায় দ্রুত সময়ে ভিডিও ফুটেজ ও সংবাদ এফটিপিতে প্রেরণ এবং এর প্রেক্ষিতে দৈনন্দিন সংবাদ আদান প্রদানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।
- চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য সংবাদ নিয়ে সংবাদ ভিত্তিক অনুষ্ঠান- এ সপ্তাহের চট্টগ্রাম, বন্দর থেকে খাতুনগঞ্জ, বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান-সপ্তাহ জুড়ে বিশ্ব প্রচারসহ ব্রেকিং নিউজ শিরোনামে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

(ঘ) বেতার সংক্রান্ত তথ্য:

- ২৮টি বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত এফ.এম রেডিও/কমিউনিটি রেডিও'র লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল বিভাগের মোট ৮৪জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন গ্রেডে (২য়, ৩য়, ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ গ্রেড) পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

- প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২১-২০২২) ০৪ (চার) টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সেগুলো হলো:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
(ক)	বাংলাদেশ বেতারের মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্রে ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন (১ম সংশোধিত)	৭৩.০৯৯৯ কোটি
(খ)	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)	১০৩.২০৫১ কোটি
(গ)	শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)	১৩৪.৮৭৮১ কোটি
(ঘ)	তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ	৭১.৬৭০৮ কোটি

এছাড়া, ২৩৩.৫৯ কোটি টাকার বিপরীতে ১৬টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

<u>তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রকল্প সংক্রান্ত প্রধান প্রধান কার্যাবলী:</u>

- "গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ১০৭.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম জুন/২০২২ সালে শেষ হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের প্রচারণা কার্যক্রম শেষ হয়েছে। এছাড়াও "জেলা পর্যায়ে আধুনিক

তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি ১১০৩.৬৫৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- "বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ১১৮.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।
- মোট ২৮০.২৬৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের "দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল সম্প্রচারের নিমিত্ত ১৬টি কেন্দ্রের জন্য ডিজিটাল ট্রান্সমিটারসহ অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হচ্ছে।
- এফডিসি'র সক্ষমতা ও অবকাঠামো বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩২২.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বহুমুখী সুবিধা সম্বলিত "বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।
- বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৬.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে "অডিও-ভিজ্যুয়াল সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও ভিজ্যুয়াল সংবাদ তৈরিতে বাসস'র সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।
- আধুনিক সুবিধা সম্বলিত "তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম ৭৫.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জুন/২০২২ সালে শেষ হয়েছে।
- চীনের আর্থিক সহায়তায় খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ মোট ০৬টি বিভাগীয় শহরে বিটিভি'র পূর্ণাঙ্গ স্টেশন নির্মাণের জন্য ১,৩৯১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে।
- "শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)" প্রকল্পটি ১৩৯.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ইউনিসেফের সহায়তায় জুলাই/২০১৭ থেকে জুন/২০২২ সালে শেষ হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বহিরাঙ্গন, নারী ও শিশুদের বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক প্রচারণার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইউনিসেফের সহায়তায় প্রকল্পের নতুন একটি পর্যায় গ্রহণ করা হয়েছে।

- মিডিয়া আর্কাইভিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এনালাইসিস সিস্টেম স্থাপন, বাংলাদেশের সকল সোশ্যাল মিডিয়া, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং টিভি চ্যানেল ভিত্তিক সংবাদসমূহের নিয়মিত আর্কাইভিং ব্যবস্থা সংরক্ষণ এবং রক্ষাণাবেক্ষণ করা। তাছাড়া রাষ্ট্র ও জনস্বার্থবিরোধী গুজব ও অপপ্রচার সনাক্তকরণ এবং তা প্রতিরোধে সঠিক তথ্যভিত্তিক কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিদফতর কর্তৃক ৪৮১৭.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গণমাধ্যমের সাথে সমন্বয় ও উন্নত সেবা প্রদান (Better Service and Coordination of the Media) শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

- মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত অডিও ভিজ্যুয়াল দলিলাদি সংগ্রহ, আধুনিক ফিল্ম মিউজিয়াম স্থাপন সংক্রান্ত কাজের জন্য ৬২৬৭.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক "দেশী ও বিদেশী উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের অডিও ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

❖ বাংলাদেশ টেলিভিশন:

- বাংলাদেশ টেলিভিশন দেশের একমাত্র সরকারী জাতীয় গণমাধ্যম। সব শ্রেণীর মানুষের চাহিদার উপর ভিত্তি করে বিটিভি তার প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নিজস্ব শিক্ষা, কৃষ্টি কালচার, স্বাস্থ্য, ভাষা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উপজীব্য করে বাঙালীর গৌরবময় ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন

করে সব ধরনের অনুষ্ঠান নির্মান ও প্রচার করা হয়ে থাকে । বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

- পদ্মা সেতু উদ্বোধন সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ একটি স্বপ্নের উন্মোচন। কোটি কোটি বাঙালির স্বপ্নের অবকাঠামো পদ্মা সেতু, দেশের অর্থনীতির চেহারা পাল্টে দিবে এই সেতু। এ সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করেছে বাংলাদেশ টেলিভিশন যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।
- গুজব রটনা একটি সামাজিক ব্যাধি। গুজব প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ টেলিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন স্পট/ফিলার প্রচার করছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাদের বঙ্গবন্ধু, আমার বঙ্গবন্ধু, সোনার বাংলা বিনির্মানে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত যাত্রা, টাইম লাইন স্টোরী এবং বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন নিয়মিতভাবে প্রচার করা হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বীরত্বগাঁথা, মহান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতি কথা, মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য, বীরঙ্গনাদের স্মৃতি কথা, নৃশংসতা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা, গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছে ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০(দশ)টি বিশেষ উদ্যোগ ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, সবার জন্য বিদ্যুৎ, একটি বাড়ি একটি খামার, নারীর ক্ষমতায়ন, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, আশ্রয়ণ প্রকল্প, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বিনিয়োগের বিকাশ এবং চলমান বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সুরক্ষায় সমসাময়িক বিষয় ভিত্তিক অনুষ্ঠান 'এই সময়' বাংলাদেশ টেলিভিশনের Branding অনুষ্ঠান হিসেবে প্রচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে।
- দেশের আপামর জনসাধারনকে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সুরক্ষা, আত্ম কর্মসংস্থান, দরিদ্র বিমোচন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া, যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম, অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা সংক্রান্ত, এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্য সেবন প্রতিরোধ, জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, যানজট মুক্ত নিরাপদ সড়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানী সাশ্রয় ও সংরক্ষণমূলক ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতন করে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে সব সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্পট/ফিলার সহ বিভিন্ন ডকুমেন্টারী প্রচার করা হয়ে থাকে।
- দেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বন্যা, খরা, নিম্নচাপ, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, টর্নেডো ইত্যাদি দূর্যোগ মোকাবেলায় আগাম বার্তা প্রেরণ এবং দূর্যোগ পরবর্তী করণীয় কার্যক্রম এর বিষয়ে রাষ্ট্রের সম্ভাব্য ক্ষতি লাঘব করার উদ্দেশ্যে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন স্পট/ফিলার এবং ডকুমেন্টারী বিটিভিতে প্রচার করা হয়ে থাকে।
- করোনাভাইরাস সংক্রমনকালীন সময়ে রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিটিভি সরাসরি ভার্চুয়াল সম্প্রচার করেছে। ফলে জনগণের সাথে সরকারের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা বর্তমানেও অব্যহত রয়েছে।
- বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রের সম্প্রচার প্রতিদিন সকাল ৭.০০ থেকে রাত ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে চলে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, বাংলা নববর্ষ ইত্যাদি বিশেষ দিবস গুলোতে অধিবেশন সম্প্রচার সময় সূচির পরিবর্তন/পরিবর্ধন হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা, অলিম্পিক গেমস এর সরাসরি সম্প্রচার এবং পবিত্র রমজান মাসে বিশেষ অধিবেশন সম্প্রচার করা হচ্ছে।

- যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে এবং প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষে মানুষের জীবনাচরণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। দিন দিন মানুষ টেলিভিশন মিডিয়া হতে সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে ঝুকে পড়ছে। দর্শকের এই প্রবণতাকে প্রাধাণ্য দিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন ইতোমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া উইং চালু করেছে। বর্তমানে প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের আর্কাইভ থেকে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো বিটিভির সোশ্যাল মিডিয়া উইং এর ইউটিউব চ্যানেল btv smw1 এ প্রচার করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, বার্তা, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, প্যাকেজ অনুষ্ঠান, দেশী ও বিদেশী চলচ্চিত্র, জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক স্পট ও শ্লোগান এবং বিজ্ঞাপনসহ নিজস্ব প্রযোজিত অনুষ্ঠান এবং প্যাকেজের আওতায় ১৯ টি ক্যাটাগরিতে মোট ৬৪৫৮ ঘন্টা ৩৭ মিনিট প্রচারিত হয়েছে।

❖ বাংলাদেশ বেতার:

- মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং বাঙ্গালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরে আজীবন সংগ্রাম ও অবদান সংক্রান্ত যে কোন সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বুলেটিনে প্রচার।
- মার্চ-২০২২ সালে জাতীর পিতার জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সকল অনুষ্ঠানের সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়।
- স্বাধীনতার মাস উত্তাল মার্চ ও বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পিতার অবদান নিয়ে মাসব্যাপী বিশেষ প্রতিবেদন প্রচার।
- শোকের মাস আগষ্টে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সাক্ষাতকার ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রচার।
- মেট্রোরেল, কর্ণফুলি টানেলসহ বিভিন্ন মেগা প্রজেক্টের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশেষ প্রতিবেদন আকারে প্রচার।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রচার।
- মন্ত্রিপরিষদ বৈঠক ও একনেক বৈঠক নিয়ে নিয়মিত সংবাদ ও রিপোর্টিং প্রচার।
- বহুল প্রত্যাশিত স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্বোধন নিয়ে নিয়মিত সংবাদ ও বিশেষ রিপোর্টিং প্রচার। পাশাপাশি পদ্মা সেতুকে ঘিরে বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং দেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় অগ্রগতি নিয়ে মাসব্যাপী নিয়মিত প্রতিবেদন প্রচার করা হয়।
- দারিদ্রবিমোচন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত রিপোর্টিং গুরুত্বসহকারে সংবাদ বুলেটিনে প্রচার।
- পুষ্টি, শিশু অধিসামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক সংবাদ ও রিপোর্টিং প্রচার।
- অসাম্প্রদায়িক চেতনা বজায় রাখতে অন্যান্য ধর্মীয় জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপনা উন্নয়নে ও উৎসব পালনে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে প্রতিবেদন প্রচার।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পযটন ও অপচয় রোধ নিয়ে সংবাদ ও রিপোর্টিং প্রচার।
- ১৩। দুটি প্রধান বুলেটিনে কৃষি বিষয়ক সংবাদ নিয়মিত প্রচার এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদও প্রচার।
- নারী নির্যাতন রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু শ্রমক্রান্ত সংবাদ নিয়মিত শুর অধিকার প্রতিষ্ঠা সং প্রচার।
- সরকার ১৭ই মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৩১ শে মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ পযন্ত সময়কাল কে মুজিববর্ষ ঘোষণা করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ ও রিপোর্টিং প্রচার।
- কোভিড ১৯ এর বিস্তাররোধকল্পে ও টিকাদানের ব্যাপারে সরকারের বিস্তারিত কর্মসূচি নিয়মিতভাবে সংবাদে প্রচার।

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কর্মসূচি নিয়ে সংবাদে নিয়মিত প্রচার করা হয়। পাশাপাশি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে সংবাদে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পাশাপাশি বৈশ্বিক ঘটনাবলীর সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়মিত সংবাদে প্রচার।

➢ তথ্য অধিদফতর:

- তথ্য অধিদফতর সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রচার সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। সরকারের নীতি, আদর্শ ও সিদ্ধান্ত সম্বলিত বিভিন্ন তথ্য এ অধিদফতরের মাধ্যমে গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫,৭১১টি তথ্যবিবরণী, ৪,৭৪১টি অনুষ্ঠানের ফটোকাভারেজ, ৪৮টি প্রেস ব্রিফ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয় এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ১৫০টি ফিচার/নিবন্ধ ও ০৭টি ক্রোড়পত্র বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। গত অর্থবছরে সাংবাদিকদের জন্য ১৫১টি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু ও ১,৫০৫টি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ৩৫৪টি নিউজব্রিফ, বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় ১৮,৫৯৮টি ক্লিপিংসের প্যাকেট/বাঞ্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ মোট ৫৫টি অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। নিউজ পোর্টাল/টিভি/রেডিও এর ডাটাবেজ সম্পাদন এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ: অনলাইন নিউজ পোর্টাল ৫৯৮টি, অনলাইন আইপি টিভি ২৭০টি, অনলাইন রেডিও ২৯টি। এছাড়া প্রশাসনিক কার্যক্রম/যোগাযোগ হিসেবে ১৩,৩৫৬টি পত্র যোগাযোগ করা হয়েছে।

- তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট উন্নত ও হালনাগাদ করা হয়েছে। 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইটে 'মুজিব শতবর্ষ' কর্নার চালু করা হয়েছে।

❖ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর:

- গণযোগাযোগ অধিদপ্তর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন সরকারের মাঠ পর্যায়ে একমাত্র প্রচার প্রতিষ্ঠান। সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনাকারী এই প্রতিষ্ঠান সরকারের নীতি, আদর্শ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও গৃহিত কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। পাশাপাশি সরকারের নানাবিধ কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের মতামত সংগ্রহ করে সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়। অধিদপ্তরটির রূপকল্প হচ্ছে- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য সেবা সর্বত্র ও সকলের জন্য নিশ্চিত করা। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠানটির অভিলক্ষ্য হচ্ছে সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের সাথে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে তথ্য সেবার মাধ্যমে সচেতন, উদ্বুদ্ধ এবং উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করা।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের মর্যাদা লাভ করেছে। সেই সাথে রূপকল্প-২০৪১ এ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নতদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ৬৮ তথ্য অফিসের মাধ্যমে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে চলচ্চিত্র/প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, সড়ক প্রচার, মহিলা সমাবেশ, উন্মুক্ত বৈঠকসহ বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে 'এসো মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি', উন্মুক্ত বৈঠক, আলোচনা সভা, প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

- মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের উপর রচিত সংগীত ৬৮ তথ্য অফিস কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ সংগীত দলের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা,

ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত বিষয়ে রেকর্ডকৃত সংগীত এবং মুজিববর্ষের 'থিম সং' প্রচার ভ্যানের মাধ্যমে সারাদেশে প্রচার করা হয়েছে

- এছাড়া ৬৮ তথ্য অফিসসমূহ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে দেশব্যাপী ব্যাপক মাইকিং/সড়ক প্রচার কার্যক্রম নিয়মিত বাস্তবায়ন করছে। সারাদেশে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি বার্তা সংবলিত পিভিসি ডিসপ্লে বোর্ড ও ফেস্টুন স্থাপন/প্রদর্শন করেছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণরোধে জেলা তথ্য অফিস সমূহের ফেসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা/স্থির চিত্র/ ভিডিও নিয়মিত প্রচার করছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা সভা, আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সংগীতানুষ্ঠান, সড়ক প্রচার ও প্রেসব্রিফিং এবং সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সারাদেশে সড়ক প্রচার, সংগীতানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং পিভিসি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে । দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও লোকসংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণকে অবহিত করতে মাইকিং এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কথামালা ও শ্লোগান প্রচার করা হয়েছে।

- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে গুজব ও অপপ্রচার প্রতিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ, জঙ্গিবাদ ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতি বিষয়ে বিলবোর্ড স্থাপন, ফেষ্টুন প্রদর্শন, সড়ক প্রচার, আলোচনা ও মহিলা সভার মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী জনগণকে সচেতন করেছে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।

❖ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর:

- পাক্ষিক সচিত্র বাংলাদেশ ১২ টি সংখ্যা ১,২০,০০০ কপি, মাসিক নবারুণ ১,৩৫,০০০ কপি, বাংলাদেশ কোয়ার্টালি-১২,০০০ কপি।
- এ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ৫০০ কপি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ১০০০ কপি, বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা -২১০০ শীর্ষক ২০০০ কপি ও বাংলাদেশের পর্যটন (বাংলা ও ইংরেজী) শীর্ষক ২০০০ কপি । সচিত্র বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যা ১০ (দশ) হাজার কপি মুদ্রণ করা হয়েছে।
- বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতন নেছা মুজিব-এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী-২০২১ উপলক্ষ্যে ০৩ (তিন) লক্ষ কপি । ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে ০৮ (আট) লক্ষ কপি। ১৮ ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে ০১(এক) লক্ষ ৫০ হাজার কপি, ১০ ই জানুয়ারী উপলক্ষ্যে ০৩ (তিন) লক্ষ ও ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ০৪ (চার) লক্ষ ৫০ হাজার কপি, ০৭ ই মার্চ ০৪ (চার) লক্ষ, ১৭ মার্চ উপলক্ষ্যে ০৪ (চার) লক্ষ এবং ২৬ শে মার্চ উপলক্ষ্যে ০৩ (তিন) লক্ষ। ১৬ ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ০৮ (আট) লক্ষ কপি পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, পর্যটন, দর্শনীয় স্থান, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে 'মিট বাংলাদেশ' শীর্ষক ৫০ হাজার কপি পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে।
- 'উন্নয়নের এক যুগ' ০১(এক) হাজার কপি, বাংলাদেশ 'বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' শীর্ষক ০২(দুই) হাজার কপি, 'বাংলাদেশের পর্যটন' ০২ (দুই) হাজার কপি, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা: নির্মাণ পদ্ধতি, মাপ, ব্যবহারবিধি ও মর্যাদা সংরক্ষণ' ০১ (এক) হাজার কপি মুদ্রণ করা হয়েছে।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'জাতীয় পতাকা বিধি' শীর্ষক ০১ লক্ষ কপি ফোল্ডি লিফলেট মুদ্রণ করা হয়েছে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশে বিতরণ করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের ০১(এক) লক্ষ কপি দাপ্তরিক ছবি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০১ (এক) লক্ষ কপি দাপ্তরিক ছবি মুদ্রণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার ১০টি বিশেস উদ্যোগ ব্রান্ডিং বিষয়ে ০৬ (ছয়) হাজার কপি দেয়াল ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করা হয়েছে। মুদ্রিত ক্যালেন্ডারসমূহ গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছে।

❖ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট:

- Necessity & Scope for Expansion of NIMC Training at Divisional Levels in Bangladesh: Chattogram, Rajshahi & Khulna.
- Exploring the strategy of Mass Media to Prevent Violence Against Women in Bangladesh শীর্ষক ২ টি গবেষেণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল (৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) প্রকাশ করা হয়েছে।
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের নিউজ লেটার (৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) প্রকাশ করা হয়েছে।
- এ অর্থবছরে ১৬ টি প্রশিক্ষণের অনুকূলে ১৮৪জনপুরুষ ও ১০৭ জন মহিলাসহ মোট ২৯১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ৩৭টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের অনুকূলে ৮৮০ জন পুরুষ ও ১৯২ জন মহিলাসহ মোট ১০৭২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ৮৭ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের অনুকূলে ২,২২৩ জন পুরুষ ও ৫৮৪ জন মহিলাসহ মোট ২,৮০৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সুশাসনের ৫টি কৌশলপত্র (APA, Citizen Charter, NIS, RTI & GRS)-এর উপর ২১টি জেলায় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের লব্ধ জ্ঞানের আলোকে অনুষ্ঠান/প্রকাশনা উৎসাহিত ও চর্চা করার জন্য প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে।
- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬তম শাহাদাত উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
- শোক থেকে শক্তি: বঙ্গবন্ধু, গণমাধ্যম ও বাংলাদেশের অভিযাত্রা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
- বিজয় দিবস ও মুজিব শতবর্ষের শপথ অনুষ্ঠানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ।
- মহান বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সেমিনার অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি" শীষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি ধানমন্ডি ৩২ নং এ শ্রদ্ধা নিবেদন।
- "৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ" শীষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল:

- প্রতিবেদনাধীন বছরের ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে তথ্য ভবন অডিটোরিয়ামে সংবাদপত্র /সাংবাদিকদের মাঝে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক ২০২১ প্রদান করা হয়। একই সাথে স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে "বঙ্গবন্ধ ও স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত পদক প্রদান অনুষ্ঠান ও সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, এমপি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মকবুল হোসেন। এছাড়া সেমিনারের আলোচক হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্য জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, জনাব নঈম নিজাম ও সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান সৈয়দ রেজাউর রহমান।

- প্রতিবেদনাধীন বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে একটি শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব জনাব মো. মকবুল হোসেন, পিএএ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্য জনাব মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু, জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল, জনাব সাইফুল আলম ও জনাব সেবিকা রাণী। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম।
- প্রতিবেদনাধীন বছরের ১৭ মার্চ, ২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের দাপ্তরিক কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম। এসময় প্রেস কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।
- প্রতিবেদনাধীন বছরের ৩-৮ মে, ২০২২ ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব প্রেস কাউন্সিলস এর আমন্ত্রণে বার্ষিক কনফারেন্সে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম এর নেতৃত্বে ০২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রেস কাউন্সিল এর প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সফরে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা ও মান উন্নয়ন ও মান সংরক্ষণে আলোচনা হয়।
- প্রতিবেদনাধীন বছরে ৫টি পূর্ণ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসব অধিবেশনে সাংবাদিকদের অনলাইন ডাটাবেইস তৈরির নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিভিন্ন কমিটিসমূহের মধ্যে জুডিশিয়াল কমিটির ৪৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ৩ টি জুডিশিয়াল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। পাশাপাশি প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডর ১২টি সভায় ২টি আপিল নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যান্য কমিটিসমূহের মধ্যে ২টি নিয়োগ কমিটির সভা ও ১১টি দরপত্র কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, ফরিদপুর, রাঙ্গামাটি, রাজশাহী ও ঢাকা জেলায় সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ০৭টি সেমিনার ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৫৪৯ জন ও সেমিনার ও মতবিনিময় সভায় ২৮৯ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

❖ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড:

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে দেশী-বিদেশী সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক বাংলা ও ইংরেজী এবং আমদানীকৃত চলচ্চিত্রসমূহ বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য সেন্সর করা হয়ে থাকে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৩৪টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ১৪টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র এবং ৩৯টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার সেন্সর করা হয়েছে। সেন্সরকৃত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে মধ্যে ১১২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৩৪টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ১৪টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র এবং ৩৯টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেলারের অনুকূলে সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে।
- বর্ণিত সময়ে ৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নয় মর্মে সেন্সর আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

- এছাড়াও এ সময়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মোট ২৩৯টি চলচ্চিত্র পরীক্ষণপূর্বক বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে।
- বর্ণিত সময়ে ২১৩টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৪৪২০৯৪৫টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ৪টি পোস্টার/স্থিরচিত্র বাতিল করা হয়েছে।

❖ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ:

প্রতিবেদনাধীন বছরে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করেছে :

- ০৯টি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে;
- ০১টি জার্নাল ও ০৫টি বইপ্রকাশকরাহয়েছে;
- ১১টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ১২০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ২০৬টি ডিজিটাল ফরমেটের চলচ্চিত্র ৩৪৬টি তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র, ৬১৯টি বই, ৫০টি পোস্টার, ৯০টি চিত্রনাট্য, ১০টি ফটোসেট, ৫০টি ম্যাগাজিন, ১০৯৭টি পেপারকাটিং এবং ০৩টি অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে;
- ৮৯ সংরক্ষিত চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর করা হয়েছে;
- সাপ্তাহিক এবং বিভিন্ন দিবস ও উৎসবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে মোট ২৯২টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে;
- ১০৩৭টি চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র চেকিং ও ক্লিনিং করা হয়েছে।

❖ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি):

- প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এ ৫টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :- (১) সংবাদপত্রের বঙ্গবন্ধু: চতুর্থ খন্ড: ষাটের দশক ১৯৬৮; (২) দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি: ছয় দফা আন্দোলন; (৩) বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ: একটি সমীক্ষা; (৪) বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতা ও প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমকর্মীর ধারনা বিশ্লেষণ; এবং (৫) বাংলাদেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ: একটি পর্যালোচনা।
- শিশু ও নারী বিষয়ক ফিচার প্রকাশ করা হয়েছে ৫৩ টি। নিরীক্ষা ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪ ও ২৩৫তম তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, ৩টি গ্রন্থ পুণ:মুদ্রণ করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশিত হয়েছে এবং পিআইবির প্রকাশনা বিষয়ক বুকলেট নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে।

❖ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা:

- **সংবাদ পরিবেশনঃ** বাসস কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের সংবাদসহ সকল ধরণের সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে গণমাধ্যমের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন বছরে বাসস থেকে মোট ১,১৫,৭৬২ (এক লক্ষ পনের হাজার সাতশত বাষট্টি) সংখ্যক সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করা হয়েছে, যা দেশের প্রধান জাতীয় দৈনিক এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ/প্রচারের জন্য গ্রাহক গণমাধ্যমের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে।
- **ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশঃ** বাসস এবং এটুআই-এর যৌথ উদ্যোগে ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ বাস্তবায়ন বিষয়ক বাংলা ও ইংরেজীতে ১০০টি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের সংকলন হিসাবে বাংলা ও ইংরেজীতে ২টি বই প্রকাশ করা হয়েছে।
- **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্রান্ডিং বাস্তবায়নঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের ওপর বাসস থেকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ৩৮টি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ সম্পর্কে চট্টগ্রাম শহরে সাংবাদিক, সুধীজন এবং সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে ১টি আলোচনা সভা করা হয়েছে।

- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের তথ্যাদি জনগণের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে সংস্থার জেলা সংবাদাতাদের নিয়ে উন্নয়নমূলক সংবাদ তৈরির বিসয়ে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

❖ তথ্য কমিশন:

- তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। এই বাধ্যবাধকতা থেকে প্রতিবছরের ন্যায় তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ প্রকাশ করে এবং তা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে।

- চলতি বছরে সালে ১০টি জেলা এবং ৬৯টি উপজেলায় ৪৬৩৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ এনজিও কর্মকর্তা, সাংবাদিক, পুলিশ কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেনাধীন বছরে করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রশিক্ষণের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া ১০টি জেলার ৭১টি উপজেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল তথ্য কমিশনারদ্বয় পরিচালকদ্বয়, প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব, উপপরিচালক (প্রশাসন) সহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় জাতির পিতার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে জাতির পিতার আত্মার শান্তি কামনা করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উপলক্ষে ২৬ মার্চ ২০২২ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, তথ্য কমিশনের পরিচালকদ্বয়সহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগ, জাতির পিতার সংগ্রামী জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উপলক্ষে তথ্য কমিশনে ব্যানার, ফেস্টুন, স্ক্রল এবং ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের কনটেন্ট প্রচার করা হয়।

- বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তথ্য কমিশন স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় এ বছর রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ২৮ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১' উদযাপন করে। তন্মধ্যে ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ; জাতীয় এবং বিভাগ, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা, প্রিন্ট ও ডিজিটাল পোস্টার ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ ৩২,০০০ টির অধিক ওয়েবসাইটে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা, তথ্য অধিকার পুরস্কার প্রদান, সুসজ্জিত গাড়ি দ্বারা সড়ক প্রচার, মুঠোফোনে এসএমএস ইত্যাদি।

❖ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে "মুজিব: একটি জাতির রূপকার" শীর্ষক বায়োপিক চলচ্চিত্রের শুটিং গত ২০ নভেম্বর ২০২১ হতে ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকশনে এবং গত ০৯/১/২২ হতে ১৫/১/২২ তারিখ পর্যন্ত ভারতের মুম্বাইয়ে শুটিং হয়েছে। ১৭ই মার্চ/২০২২ তারিখে বায়োপিকের প্রথম টিজার পোস্টার উন্মোচন করা হয়। বর্তমানে ভারতের মুম্বাইতে পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলমান রয়েছে।
- ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস-২০২২ এবং ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে- এফডিসিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ, অফিস বিল্ডিংয়ের সামনে এলইডি মনিটর স্থাপন করে ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদর্শন, কর্পোরেশনে আলোক সজ্জাকরণ, ভিআইপি প্রজেকশন হলে শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং এফডিসির মসজিদে কোরআন তেলাওয়াত, দোয়া-মিলাদ মাহফিল ও তাবারক বিতরণ করা হয়।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ, কর্পোরেশনে আলোক সজ্জাকরণ, এলইডি মনিটর স্থাপন এবং প্রধান ফটকে তোরণ নির্মাণ ও ব্যানার প্রদর্শন, কবিরপুরস্থ শেখ মুজিব ফিল্ম সিটির ২টি গেটে এবং ভাষাণটেকে ১টি গেটে আলোক সজ্জাকরণ এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি কামনা করে কর্পোরেশনের মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত এর আয়োজন। এছাড়া বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার স্থাপন করা হয়।

❖ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই):

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে ডিগ্রি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ নির্মাতা ও কলাকুশলী সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে এ ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনসেবা প্রদান করছে। এক্ষেত্রে, দেশে প্রশিক্ষিত জনবলের সংকট রয়েছে বিধায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণ চলচ্চিত্র কর্মী ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাতা গড়ে তোলা এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য।

❖ বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট:

- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে প্রদত্ত কল্যাণ অনুদান হিসেবে ১০৫১ জন সাংবাদিককে সর্বমোট ৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে করোনা পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আর্থিক অনুদান হিসেবে ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৯.২ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পাদনে বড় রকমের কোনো সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ: প্রযোজ্য নয়।

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত :

১০.১ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কর্মকান্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরাধ্য উদ্দেশ্যাবলী সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি?

হ্যাঁ। বাজেট বাস্তবায়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন, টেকসই, উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইনোভেশন কার্যক্রম, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন,

অভিযোগ নিষ্পত্তি (GRS) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রধান প্রধান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক। এর পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহারও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ: প্রযোজ্য নয়।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরাধ্য উদ্দেশ্যাবলী আরো দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ:

১. বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি;

২. বাজেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়কে আরও স্বাধীনতা প্রদান;

৩. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ। বিশেষত ব্যবস্থাপনা পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহারের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৪. মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন পদ সৃজন।

(১১) উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করবে): প্রযোজ্য নয়।

(১২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

(১৩) ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য (আইন ও বিচার বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়

(১৪) অর্থনৈতিক (অর্থ বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত:

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত):

প্রতিবেদনাধীন বছরের মোট প্রকল্পের সংখ্যা ও নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
১৬ (ষোলো) টি	২৩৩.৫৯ (দুইশত তেত্রিশ কোটি উনষাট লক্ষ)	২২৭.১৩৮২ (দুইশত সাতাশ কোটি তেরো লক্ষ বিরাশি হাজার) ৯৭.২৩%	১১ (এগারো)টি

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত):

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা ও তালিকা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ও তালিকা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ও তালিকা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সমাপ্ত/ চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনকৃত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো তালিকা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়		০৪টি	১। বাংলাদেশ বেতারের মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্রে ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন (১ম সংশোধিত) ২। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) ৩। শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) ৪। তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্প নাই।	নাই	১। বাংলাদেশ বেতারের মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্রে ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন ৪। তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ

১৫.৩ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (২০২০-২১) (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়

১৫.৪ মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে) (২০২০-২১) (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়

১৫.৫ দরিদ্র জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত তথ্য (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়

১৫.৬ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

(১৬) ঋণ ও অনুদান সংক্রান্ত তথ্য (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

(১৭) অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০২০-২১) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০২১-২২) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি): প্রযোজ্য নয়।

(১৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য: প্রযোজ্য নয়।

(১৯) শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য: প্রযোজ্য নয়।

(২০) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

(২১) জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত (প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

(২২) হজ্জ সংক্রান্ত (ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

(২৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

(২৪) প্রধান প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ/লোকসান: প্রযোজ্য নয়।

২০/৭/২০২২

মোঃ মকবুল হোসেন, পিএএ

সচিব